

## দারিদ্র্যবিমোচনে বিএনএফ মডেল

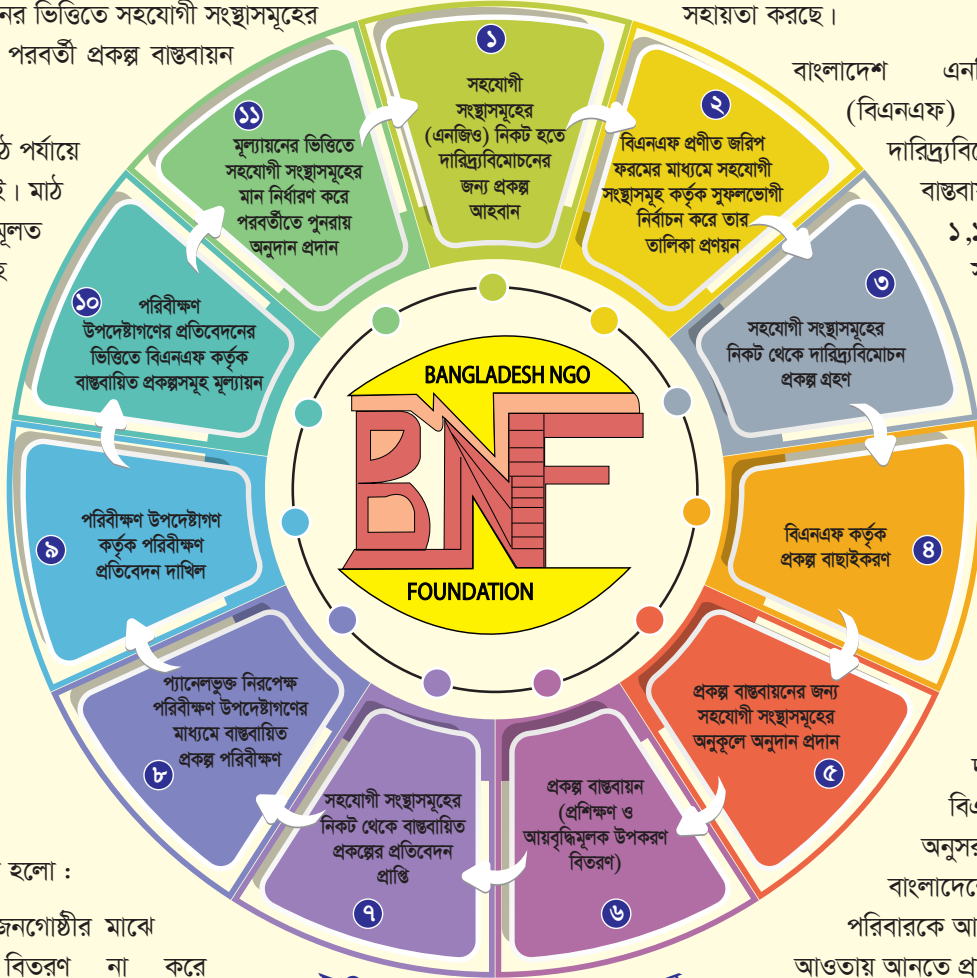
মোঃ শাহজাহান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচনের একটি মডেল অনুসরণ করে কাজ করছে। উক্ত মডেলের আওতায় ফাউন্ডেশন-এর তালিকাভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। সহযোগী সংস্থাসমূহের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ ফাউন্ডেশন-এর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাগণের একটি নিরপেক্ষ প্যানেলের মাধ্যমে নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয় এবং পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সহযোগী সংস্থাসমূহের মান নির্ধারণ করে পরবর্তী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

ফাউন্ডেশন-এর মাঠ পর্যায়ের কোনো অফিস নেই। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মূলত সহযোগী সংস্থাসমূহ ও পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাগণের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। ফলে ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে স্বল্প ব্যয়ে অধিক সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রমের আওতায় আনা সম্ভব হয়। দারিদ্র্যবিমোচনে বিএনএফ মডেল ডায়াগ্রামে দেখানো হলো :

বিএনএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সরাসরি অর্থ বিতরণ না করে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উপকরণ যেমন-গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, সেলাই মেশিন, পায়ে চালিত ভ্যান ও রিকশা, কাঁচে ঘেরা খাবার বিক্রির ভ্যান, মুদি দোকানের উপকরণ, তাঁত শিল্পের উপকরণ, নলকূপ, সেমিপাকা টয়লেট ইত্যাদি বিতরণ করে। বিএনএফ-এর কার্যক্রমের মাধ্যমে

দরিদ্র জন সাধারণ সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিএনএফ-এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা প্রতি পরিবারকে ২টি ছাগল, ২টি ভেড়া, ১টি গরু বা ১৫-২০টি মুরগি বিতরণের পরে অনেক পরিবারে ছাগল বা ভেড়ার সংখ্যা ২০/২৫ টায় উন্নীত হয়েছে। গরুর ক্ষেত্রে তা ৫-৭ টায় উন্নীত হয়েছে। মুরগি বিতরণের পরে তাঁদের মুরগির খামার হয়েছে। এভাবে বিএনএফ দেশে সম্পদ সৃষ্টি করছে যা একদিকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়েছে অপরদিকে মূল্যস্ফীতি কমাতে সহায়তা করেছে।



দারিদ্র্যবিমোচনে বিএনএফ মডেল

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এ পর্যন্ত বিভিন্ন দারিদ্র্যবিমোচনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১,১৯৮টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে সর্বমোট ২২৩.০৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে এযাবৎ প্রায় ১ কোটি দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

দারিদ্র্যবিমোচনে বিএনএফ মডেল অনুসরণ করা হলে সমগ্র বাংলাদেশের ১ কোটি দরিদ্র পরিবারকে আত্মকর্মসংস্থানের আওতায় আনতে প্রায় ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) কোটি টাকার প্রয়োজন হয়।

বিএনএফ মডেলের নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে ঐ ১ কোটি পরিবারের অন্তত ৭৫% দারিদ্র্যসীমার উপরে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

## মার্ট পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান

বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদদীন আহমেদ চৌধুরী ১৬ জুন ২০২৬ পাবনা জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্য, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চেয়ারম্যান-কে অবহিত করেন।



বিএনএফ-এর প্রকল্প নিয়ে পাবনা জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব ইকবাল উদদীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

তিনি ১৭ জুন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা 'পাবনা প্রতিশ্রুতি' কর্তৃক বাস্তবায়িত 'কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাত উজ্জীবন ঋণ' কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি একই দিন কুষ্টিয়া জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণ কতিপয় প্রস্তাবনা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবহিত করেন।



বিএনএফ-এর অনুদানে কুষ্টিয়া জেলার সহযোগী সংস্থা কেপিইউএস কর্তৃক দরিদ্র তাঁতীদের মাঝে তাঁত উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপকরণ বিতরণ করছেন বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যান ১৮ জুন কুমারখালী উপজেলায় সহযোগী সংস্থা 'কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (কেপিইউএস)' কর্তৃক দরিদ্র তাঁতীদের মাঝে তাঁত উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে ২২টি দরিদ্র তাঁতী পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে তাঁত উপকরণ বিতরণ করে। সুফলভোগীরা ফাউন্ডেশন হতে বিনামূল্যে তাঁত উপকরণ পেয়ে তাঁদের এ পেশাটি টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন।

জনাব ইকবাল উদদীন আহমেদ চৌধুরী এ দিন কুষ্টিয়া হতে ফরিদপুর যান এবং ফরিদপুর জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯ জুন ফরিদপুর জেলার সহযোগী সংস্থা 'রাসিন' কর্তৃক বিএনএফ-এর অনুদানে বাস্তবায়িত রিকশা বিতরণ প্রকল্প এবং গাভি পালন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে তিনি সহযোগী সংস্থা পিডব্লিউও কর্তৃক বাস্তবায়িত রিকশা বিতরণ প্রকল্পের সুফলভোগী এবং সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ কর্মসূচির সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

## মার্ট পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক



জয়পুরহাটের সহযোগী সংস্থা বন্ধন-এর অনুকূলে বিএনএফ কর্তৃক বরাদ্দকৃত প্রণোদনা ঋণ বিতরণ করছেন বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান ৭ মে ২০২৬ জয়পুরহাট সার্কিট হাউসে জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ৪টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁরা ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে তাঁদের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলায় সহযোগী সংস্থা 'বন্ধন'-এর অনুকূলে প্রণোদনা ঋণের ১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। বরাদ্দকৃত ১.০০ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৫০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ৮ মে ছাড়কৃত ৫০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন এবং ২৬ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ঋণের চেক হস্তান্তর

করেন। অনুষ্ঠান শেষে বিএনএফ-এর অনুদানে ‘বন্ধন’ কর্তৃক ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত ল্যাট্রিন নির্মাণ ও গরু পালন প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন করেন।



বিএনএফ-এর অনুদানে গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ঠাকুরগাঁও-এর লক্ষীপুর গ্রামে পাপোশ তৈরি পরিদর্শন করছেন বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ঠাকুরগাঁও-এর সহযোগী সংস্থা ‘ইএসডিও’-এর অনুকূলে প্রণোদনা ঋণের ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। বরাদ্দকৃত ৫.০০ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২.৫০ কোটি টাকা ছাড় করে। জনাব মোঃ শাহজাহান ৯ মে ছাড়কৃত ২.৫০ কোটি টাকা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন এবং ৫৪ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ঋণের চেক হস্তান্তর করেন। তিনি প্রণোদনার ঋণ অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুঁজি সহায়তা হিসেবে প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুষ্ঠান শেষে ইতোপূর্বে লক্ষীপুর গ্রামে বাস্তবায়িত গ্রাম দারিদ্র্যমুক্তকরণ প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং এ প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।



বিএনএফ-এর নিয়মিত অনুদানে গাজীপুর জেলার সহযোগী সংস্থা দিশারী কর্তৃক গরু বিতরণ করছেন জনাব মোঃ শাহজাহান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি ১০ মে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সহযোগী সংস্থা দিশারী কর্তৃক নিয়মিত অনুদানে গাভি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৬ জন সুফলভোগীর মাঝে ৬টি বকনা বাছুর বিতরণ করেন।



বিএনএফ-এর বিশেষ অনুদানে লক্ষীপুর সদর উপজেলায় সহযোগী সংস্থা গ্রাউস কর্তৃক বাস্তবায়নে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ করছেন জনাব মোঃ শাহজাহান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১২ জুন লক্ষীপুর সদর উপজেলার মতলবপুর গ্রামে অবস্থিত মাছিমনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বিশেষ অনুদানে সহযোগী সংস্থা ‘গ্রাউস’-এর বাস্তবায়নে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। প্রধান অতিথি সুফলভোগীদের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত ছাগলগুলো লালন-পালনের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের আত্মমর্যদাশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার আহবান জানান। অনুষ্ঠান শেষে ২৫ জন সুফলভোগীর মাঝে ২টি করে ৫০টি ছাগল বিতরণ করেন।



বিএনএফ-এর বিশেষ অনুদানে লক্ষীপুর রায়পুর উপজেলায় সহযোগী সংস্থা গ্রাউস কর্তৃক বাস্তবায়নে বিনামূল্যে ভ্যান বিতরণ করছেন জনাব মোঃ শাহজাহান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি এ দিন রায়পুর উপজেলার বাসাবাড়ি নামক স্থানে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর নিয়মিত অনুদানে সহযোগী সংস্থা ‘গ্রাউস’ কর্তৃক ভ্যান বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে সুফলভোগীদেরকে যত্নসহকারে ভ্যান চালিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করার অনুরোধ জানান।

তিনি ১৩ জুন চাটখিল উপজেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বিশেষ অনুদানে ‘দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা’-এর বাস্তবায়নে সুফলভোগীদের মাঝে সেলাই মেশিন, অটোরিকশা, অটোরিকশার ব্যাটারি এবং ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে ২টি ইউনিয়ন পরিষদের দুই জন চেয়ারম্যান, স্কুলের প্রধান শিক্ষক,

স্থানীয় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে ১৩ জন সুফলভোগীর মধ্যে ৫ জনকে ৫টি সেলাই মেশিন, ১ জনকে ১টি অটোরিকশা, ১ জনকে অটোরিকশার ব্যাটারি এবং ৬ জনকে ২টি করে ১২টি ছাগল প্রদান করেন।



বিএনএফ-এর বিশেষ অনুদানে নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলায় সহযোগী সংস্থা মৌসুমী কর্তৃক বাস্তবায়নে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ করছেন বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২৬ জুন ২০২৬ নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার মির্জাপুরহাটে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বিশেষ অনুদানে সহযোগী সংস্থা ‘মৌসুমী’ কর্তৃক বাস্তবায়নে আদিবাসী পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। প্রধান অতিথি সুফলভোগীদের প্রাপ্ত ছাগলগুলো লালন-পালন করে নিজেদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে আত্মমর্যদাশীল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহবান জানান। এছাড়া, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করে দেওয়ার জন্য সহযোগী সংস্থার প্রতি অনুরোধ জানান। অনুষ্ঠান শেষে ১৫ জন সুফলভোগীর মাঝে ২টি করে মোট ৩০টি ছাগল বিতরণ করেন।

তিনি ২৭ জুন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর রাজশাহী জেলার সহযোগী সংস্থা ‘শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা’-এর কার্যালয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। যেহেতু শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন অভিন্ন লক্ষ্য অর্থাৎ দারিদ্র্যবিমোচনে কাজ করছে তাই এ অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্যদূরীকরণের লক্ষ্যে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের জন্য সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাগণকে প্রধান অতিথি অনুরোধ জানান।

একই দিন বিকেলে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর নিয়মিত অনুদানে ‘কাকন বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা’ নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক আদিবাসীদের মধ্যে ‘বিনামূল্যে ভেড়া’ বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে ২৫টি আদিবাসী পরিবারের মাঝে ২টি করে মোট ৫০টি ভেড়া বিতরণ করেন।



বিএনএফ-এর নিয়মিত অনুদানে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় সহযোগী সংস্থা কাকন বহুমুখী উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নে বিনামূল্যে ভেড়া বিতরণ করছেন বিএনএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

জনাব শাহজাহান ২৮ জুন সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার পাবলিক লাইব্রেরিতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বিশেষ অনুদানে সহযোগী সংস্থা ‘পরিবর্তন’ কর্তৃক বিনামূল্যে ‘গাভি বিতরণ’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে তাড়াশ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে ১০ জন সুফলভোগী পরিবারের মাঝে ১০টি গাভি বিতরণ করেন।



বিএনএফ-এর বিশেষ অনুদানে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলায় সহযোগী সংস্থা এসডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন জনাব মোঃ শাহজাহান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

তিনি এ দিন তাড়াশ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ‘এসডিএফ’ নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর বিশেষ অনুদানে ‘সেলাই প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী ও সেলাই মেশিন বিতরণ’ এবং নিয়মিত অনুদানে ‘কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সমাপনী ও কম্পিউটার বিতরণ’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১৩ জন সুফলভোগী অর্থাৎ সেলাই প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ১৩টি সেলাই মেশিন বিতরণ করেন। এছাড়াও, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ৪ জনকে ৪টি নতুন কম্পিউটার প্রদান করেন।

## পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক কার্যক্রম পরিদর্শন

কৃষিবিদ শাহ মোহা: আকরামুল হক  
(পরিচালক (অব.), ডি এ ই  
পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা, বিএনএফ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য সহযোগী সংস্থা বিএনএফ হতে প্রাপ্ত অনুদান ব্যবহার করে গ্রামীণ অতিদরিদ্র পরিবারের বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী নারী/পুরুষ, দিনমজুর ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে গরু, ছাগল ও মুরগি পালন, সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, রিকশা, ভ্যান বিতরণ, নিরাপদ খাদ্য ব্যবসা পরিচালনার জন্য কাঁচে ঘেরা ভ্যান বিতরণ করে আসছে। ফলে অনুদান প্রাপ্ত এসব পরিবারের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্যবিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে। তাছাড়া, সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়ন, নলকূপ স্থাপন, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ইত্যাদি



পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক পরিবীক্ষণকালে উপকারভোগীর ছাগল

কার্যক্রমেও বিএনএফ সহযোগী সংস্থাকে অর্থায়ন করে থাকে। প্রত্যেকটি কার্যক্রম যেন সুষ্ঠু, সুন্দরভাবে এবং সময়মতো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তা দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা দ্বারা পরিবীক্ষণ করা হয়। সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রত্যেকটি কার্যক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ফলফল টেকসই হচ্ছে।

৮ মে ২০২৬ মেহেরপুর সদর উপজেলার বিএনএফ-এর অনুদানে ‘পল্লী জন উন্নয়ন সংস্থা’ কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল পালন প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করি। সংস্থাটি ১২তম পর্যায়ে বিএনএফ হতে ৪.০০ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে। প্রাপ্ত অনুদানে ২২ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ২টি করে মোট ৪৪টি সুস্থ ও সবল মা ছাগল এবং ১টি করে মোট ২২টি নেমপ্লেট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। নেমপ্লেটটি প্রত্যেক সুফলভোগীর বাড়িতে স্থাপন করা হয়েছে। দুইটি তথ্য বোর্ড প্রস্তুত ও যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সুপারভিশন, ফলোআপ, রিপোর্টিং ও ডকুমেন্টেশন অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৪টি মা ছাগল থেকে ৫৫টি বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাগুলো বর্তমানে ভাল আছে এবং এদের বয়স ৩-৪ মাস যার প্রতিটির মূল্য ৩ হতে ৫ হাজার টাকা। পুনরায় ৩৬টি মা ছাগল গর্ভবতী হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, সেগুলো তাড়াতাড়িই বাচ্চা প্রসব করবে।

সুফলভোগীরা ইতোমধ্যে ৫৫টি ছাগলের মধ্যে ৩৭টি ছাগল বিক্রি করে নিজেদের সংসারে, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। ফলে ছাগল পালনের মাধ্যমে সুফলভোগীদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যবিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বিএনএফ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সহযোগী সংস্থা প্রত্যেকটি কার্যক্রম অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও যথাসময়ে বাস্তবায়ন করেছে। তাই বলা যায়, লক্ষ্য/লক্ষ্যমাত্রার ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার মেহেরপুর জেলা ছাগল পালনের জন্য যেন এক উৎকৃষ্ট এলাকা।

## সাফল্যগাথা

বিএনএফ-এর একটি রিকশা জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে ফরিদপুরের হতদরিদ্র রিকশা চালকের



বিএনএফ হতে বিনামূল্যে পাওয়া ফরিদপুরের আফজাল সেখ-এর রিকশা

হতদরিদ্র রিকশা চালকগণ মহাজনের নিকট হতে দৈনিক হিসেবে রিকশা ভাড়া নিয়ে চালিয়ে থাকেন। দেখা যেতো, রিকশা চলুক বা না চলুক প্রতিদিনের ভাড়া মহাজনকে দিতে হতো। আবার প্রত্যেক দিন রিকশা ভাড়া পাওয়া যেতো না। রিকশা না পেলে বেকার সময় কাটাতে হতো। এতে ভাড়া হিসেবে রিকশা চালিয়ে চালকগণের খুব বেশি আয় হতো না। ফলে আর্থিক অবস্থারও কোন উন্নতি হয়নি। একারণে হতদরিদ্র রিকশা চালকগণের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ফরিদপুর জেলার ‘পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও)’-এর মাধ্যমে বিনামূল্যে রিকশা বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

বিনামূল্যে রিকশা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন-কে ৫.০০ লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান প্রদান করে। পিডব্লিউও ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের ১২ জন রিকশা চালককে ১টি করে রিকশা প্রদান করে। প্রতিটি রিকশার খরচ পড়ে গড়ে ৩৪,২৫০/- টাকা।

সুফলভোগী রিকশা চালকগণ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও) হতে বিনামূল্যে রিকশা পেয়ে দৈনিক হারে মহাজনকে ভাড়া দিতে হতো তা এখন দিতে হয় না, যা আয় করে তা সবই নিজের থেকে যায়, হঠাৎ অসুস্থ হলেও মহাজনকে দৈনিক ভাড়া দিতে হয় না।

দেখা যায়, তাঁদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন-এর পরামর্শে রিকশা চালকগণ প্রতিদিনের আয় হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করছেন। কয়েক বছর পর এ রিকশা চালানোর অনুপযোগী হয়ে পড়লেও তাঁদের সঞ্চয় করা অর্থ দিয়ে রিকশা কিনতে সামর্থ্য হবেন।

ফরিদপুর সদর উপজেলা চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের গোপাল মোল্লারডাঙ্গীর বাসিন্দা আফজাল সেখ-এর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে তাঁর সংসার। ১৩.২০ শতক জমির উপর বাবা-মাসহ ৫ ভাইয়ের বসত ঘর। বাবা-মাসহ সবারই পৃথক সংসার হওয়ায় ও ভিটের অল্প জায়গায় থাকার মতো ঘর উঠানো যায় না। এরই মধ্যে কোন রকম একটি ছাপড়া ঘর তুলে স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা নিয়ে বসবাস করেন। আফজাল সেখ মাঝে মাঝে মহাজনের নিকট হতে দৈনিক হিসেবে রিকশা ভাড়া নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সংসারের খরচ চালাতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই মহাজনের রিকশার ভাড়া পরিশোধ করতে পারতেন না। মহাজন অন্যত্র রিকশা ভাড়া দিতে পারলে আফজাল-কে আর রিকশা দিতেন না। ফলে তাঁকে পরিবার নিয়ে অনেক সময় অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাতে হতো।



বিএনএফ হতে পাওয়া রিকশার আয়ে আফজাল সেখ-এর স্ত্রীর মুদির দোকান

বিষয়টি পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন-এর নজরে আসে এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে প্রাপ্ত বিশেষ অনুদানের ৫.০০ লক্ষ টাকা হতে আফজাল-কে বিনামূল্যে একটি রিকশা প্রদান করে।

রিকশা চালকগণের কল্যাণার্থে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর পরামর্শে শর্ত দেওয়া হয়, যেহেতু তিনি মহাজনের নিকট হতে ভাড়া রিকশা চালাতেন, এখন আর ভাড়া দিতে না হওয়ায় প্রতিদিনের আয় হতে ১০০/- টাকা করে যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করতে হবে। পিডব্লিউও-এর একজন কর্মী বিষয়টি তদারকি করবেন। শর্তে রাজি হওয়ার পর আফজাল সেখসহ অন্য ১১ জনকে ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে বিনামূল্যে একটি করে রিকশা প্রদান করে।

আফজাল সেখ বর্তমানে প্রতিদিন রিকশা চালিয়ে ৮-৯ শত টাকা উপার্জন করতে পারছেন। প্রতিদিনের উপার্জন হতে ১০০/- টাকা করে প্রতিমাসে ৩,০০০/- টাকা সঞ্চয় করছেন। সঞ্চয়ের মধ্য হতে প্রতিমাসে ১,০০০/- টাকা করে ডিপিএস খুলেছেন। বর্তমানে তাঁর ডিপিএস-এ সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০,০০০/- টাকা। আফজাল সেখ একটি দোকান ভাড়া নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে মুদি ব্যবসার সুযোগ করে দিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর চেষ্টায় ধীরে ধীরে পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে আসছে। এখন তিনি স্বপ্ন দেখছেন আলাদাভাবে একখণ্ড জমি ক্রয় করে একটি বাড়ি নির্মাণ করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করার।

### বিএনএফ-এর দুটি ছাগল কুষ্টিয়ার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হাসান খন্দকার-এর মুখে ফুটেছে হাসি

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন অসহায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহযোগিতা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ছাগল পালন প্রকল্প গ্রহণ করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কুষ্টিয়া জেলার সহযোগী সংস্থা ‘আলোর পথে প্রতিবন্ধী সংস্থা’-কে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০২২ সালে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। আলোর পথে প্রতিবন্ধী সংস্থা উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জরিপ করে ১৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুফলভোগী হিসেবে নির্বাচন করে। পরবর্তীতে সংস্থাটি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে সুফলভোগীদের ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রত্যেককে ১২,০০০/- টাকা মূল্যের ২টি করে মা ছাগল প্রদান করে।



বিএনএফ-এর অনুদানে প্রাপ্ত কুষ্টিয়ার হাসান খন্দকার-এর ছাগল

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার লক্ষিধড়দিয়ার গ্রামের মো. আমিরুল ইসলাম ও মোসা. মিনা খাতুন-এর ছেলে হাসান খন্দকার। ১৯৮৭ সালে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ২ ভাইয়ের মধ্যে তিনি বড়।

তাঁর বয়স যখন ৫ বছর তখন তিনি পোলিও রোগে আক্রান্ত হন। সাধ্যমতো চিকিৎসা করান পরিবার। কিন্তু ভালো হয়নি। তাঁর ডান হাতটি অকেজো হয়ে যায় এবং স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারেন না। তিনি ডান হাত দিয়ে কোন কাজ করতে পারেন না। হাসান খন্দকার-এর এ অবস্থা দেখে তাঁর পিতা তাঁর মা-কে ফেলে চলে যান। নিরুপায় হয়ে তাঁর মা দুই সন্তান নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হন।

হাসান খন্দকার-এর নানার আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না। তার উপর ৩ জন নানার সংসারে আসায় নানা দিশেহারা হয়ে পড়েন। আলোর পথে প্রতিবন্ধী সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। সংস্থাটি তাঁকে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসা করায়। কিন্তু কোন উন্নতি হয়নি। সংস্থাটি তাদের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে হাসান খন্দকার-কে স্কুলে ভর্তি করায়। স্কুলে যাওয়া-আসা করতে তাঁর অসুবিধা হওয়ায় তাঁর মা তাঁকে কোলে করে নিয়ে যেতেন। পরবর্তীতে আলোর পথে প্রতিবন্ধী সংস্থা তাঁকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করে। হুইল চেয়ারে করে তিনি স্কুলে যাওয়া-আসা করতে থাকেন। তিনি এসএসসি পরীক্ষাও দেন। কিন্তু ডান হাতে লিখতে না পারায় তিনি এসএসসি পাশ করতে পারেননি। আলোর পথে প্রতিবন্ধী সংস্থা তাঁকে একটি পোশাক কারখানায় চাকরির সুযোগ করে দেয়। তাঁর ডান হাতে সমস্যা থাকায় সেখানেও ঠিকমতো কাজ করতে না পারায় সে চাকরিও চলে যায়।

উক্ত অনুদানে সহযোগী সংস্থা ১৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুফলভোগী হিসেবে নির্বাচন করে প্রত্যেককে ২টি করে মা ছাগল প্রদান করে। ছাগল প্রদানের পাশাপাশি ছাগল পালন, ছাগলের বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকারের উপর একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ১৫ জনের একজন হাসান খন্দকার। হাসান খন্দকার-এর ২টি মা ছাগল ও তার বাচ্চা হতে পর্যায়ক্রমে ১৮টি ছাগল হয়। তিনি ৫টি ছাগল বিক্রি করে সংসারে খরচ করেন এবং কিছু টাকা দিয়ে উপকরণ কিনে প্রতিদিন বিকেলে গ্রামের বাজারে পিয়াজু, বেগুনি, ছোলা, সিদ্ধ ডিম, ইত্যাদি খাবার বিক্রি করেন। এখন তাঁর ১৩টি ছাগল আছে। একটি ছাগলের খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছেন হাসান খন্দকার। তিনি মা, ২ সন্তান ও স্ত্রী-কে নিয়ে অনেক সুখে জীবনযাপন করছেন।

### প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পুনর্বাসনে মুরগি প্রদান

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রাম। এ গ্রামেরই এক নিভৃত কুটিরে বাস করেন মোছা. মিনা খাতুন। জীবনের শুরুটা আর দশজন সাধারণ মেয়ের মতো হলেও ভাগ্য তাঁকে দাঁড় করিয়েছিল এক কঠিন পরীক্ষার সামনে। আজ সে মিনা খাতুনই নিজের অদম্য ইচ্ছা আর সামান্য সহযোগিতাকে পুঁজি করে হয়ে উঠেছেন স্বাবলম্বী।

দিনমজুর বাবা মৃত ছহির কারিকরের মেয়ে মিনা। খুব অল্প বয়সে পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। কিন্তু সুখ তাঁর কপালে বেশিদিন সয়নি। বিয়ের মাত্র দুই বছরের মাথায় কোলজুড়ে আসে ফুটফুটে এক সন্তান ফরিদ। কিন্তু ফরিদ ছিল প্রতিবন্ধী। এ অপরাধে স্বামী তাঁকে তালুক দিয়ে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।



মিনা খাতুনের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ফরিদ

অসহায় মিনা কোলের সন্তানকে নিয়ে ফিরে আসেন বাবার বাড়িতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ যেন কাটে না। ফিরে আসার দুই বছরের মাথায় একমাত্র আশ্রয়স্থল বাবাও মারা যান। শুরু হয় মিনার একার লড়াই। অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোনোমতে এক-দুবেলা খেয়ে দিন পার করছিলেন। নিজের পেটের ক্ষুধা সহ্য করা যায়, কিন্তু প্রতিবন্ধী ছেলে যখন মাংস বা ডিম খেতে চাইত, তখন মায়ের বুকটা ফেটে যেত। অভাবের তাড়নায় সন্তানের সামান্য আবদার মেটানোর সামর্থ্যও তাঁর ছিল না।



বিএনএফ-এর অনুদানে পাওয়া মিনা খাতুনের মোরগ-মুরগি

ঠিক এমনই এক দুঃসময়ে মিনা খাতুনের জীবনে আশার আলো হয়ে আসে ‘পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি’। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রবীণদের সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংস্থাটি মিনার প্রতিবন্ধী ছেলে ফরিদ-কে পুনর্বাসনের জন্য মুরগি পালনের একটি ঘর এবং ২৪টি মুরগি প্রদান করে। মিনা খাতুন পরম যত্নে মুরগি পালন শুরু করেন। জীবনের সবটুকু মমতা আর শ্রম ঢেলে দেন এ ২৪টি মুরগির পেছনে। দীর্ঘ ৮ মাসের পরিশ্রমের পর মুরগিগুলো ডিম দিতে শুরু করে। সেই দিনটি ছিল মিনা ও তাঁর ছেলে ফরিদ-এর জন্য ঈদের মতো আনন্দের। মুরগির পাড়া প্রথম ডিমটি মিনা তাঁর ছেলেকে সিদ্ধ করে খেতে দেন। ছেলের মুখে সে ডিম তুলে দেওয়ার সময় মায়ের চোখে ছিল আনন্দশ্রু।

সে থেকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি মিনা খাতুন-এর। ডিম পাড়া শুরু করার পর থেকে মুরগিগুলো নিয়মিত ডিম দিচ্ছে। এ ডিম দিয়ে একদিকে যেমন পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটেছে, অন্যদিকে

বাড়তি ডিম বাজারে বিক্রি করে তিনি পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনতে পারছেন।

এক সময়ের অসহায় মিনা খাতুন এখন স্বপ্ন দেখেন। তিনি জানান, তাঁর ইচ্ছা ভবিষ্যতে একটি বড় মুরগির খামার গড়ে তোলা। যে সমাজ এক সময় তাঁকে বোঝা মনে করত, আজ তিনি সে সমাজের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। মিনা খাতুন প্রমাণ করেছেন সুযোগ ও সহযোগিতা পেলে একজন অসহায় নারীও তাঁর ভাগ্য বদলে দিতে পারেন।

### বকনা বাছুর পেয়ে সচ্ছলতা এসেছে ময়মনসিংহের শিরিনা আক্তার-এর পরিবারে



মুন্সীগাছা উপজেলার শিরিনা আক্তার-এর গরু

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ময়মনসিংহ জেলার সহযোগী সংস্থা ‘সীসা যুব সমাজ কল্যাণ সংস্থা’। হতদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া পরিবারকে বিনামূল্যে বকনা বাছুর প্রদান করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সীসা যুব সমাজ কল্যাণ সংস্থা-কে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। সংস্থাটি মুন্সীগাছা উপজেলার ৬টি পরিবারের ৬ জন মহিলাকে ১টি করে বকনা বাছুর প্রদান করে। বকনা বাছুর প্রদানের পাশাপাশি তাঁদেরকে বিনামূল্যে খাদ্য, চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করে। বকনা বাছুর পালন করে প্রত্যেক পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে।

মুন্সীগাছা উপজেলার নন্দীবাড়ি গ্রামের মো. আব্দুল মান্নান একটি সাইকেল মেরামতের দোকানে স্বল্প বেতনে চাকরি করতেন। পরবর্তীতে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি অধিকাংশ সময়ে অসুস্থ থাকায় সাইকেল দোকানে কাজ করা সম্ভব হয়নি। তিনি বেকার হয়ে পড়েন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বেকার হয়ে পড়ায় পরিবার কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ে যায়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সহযোগী সংস্থা সীসা যুব সমাজ কল্যাণ সংস্থা মো. আব্দুল মান্নান-এর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে স্ত্রী শিরিন আক্তার-কে ১টি বকনা বাছুর প্রদান করে।

শিরিন আক্তার বকনা বাছুরটি পেয়ে নিজ হাতে গাভিটি পরিচর্যা করতে থাকেন। একটি বকনা বাছুর থেকে পর্যায়ক্রমে ৫টি বাচ্চা হয়। এখন তাঁর ৩টি গরু রয়েছে। দুইটি বাচ্চা ১,২০,০০০/- টাকায় এবং বিএনএফ হতে দেওয়া গরুটির বয়স বেশি হওয়ায় সেটি ৬৫,০০০/- টাকায় বিক্রি করেন। সে টাকা দিয়ে সংসারের খরচ বহন করেন,

একটি মুদির দোকান দিয়েছেন এবং কিছু টাকা সঞ্চয় করেন। যেহেতু মো. আব্দুল মান্নান সাইকেল মেরামতের কাজ জানতেন সে কারণে মুদি দোকানের পাশে সাইকেল মেরামতেরও দোকান দেন। দোকানে সাইকেল মেরামতের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ রাখেন। এখন মুদির দোকানে প্রায় ৫০ হাজার টাকার মালামাল আছে। স্বামী মুদির দোকান চালান ও পাশাপাশি সাইকেল মেরামতের কাজ করেন। তাঁদের সংসারে সচ্ছলতা আসতে শুরু করেছে। বর্তমান যে ৩টি গরু আছে তার আনুমানিক বাজার মূল্য ২.০০ লক্ষ টাকা।

### সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন পেয়ে আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে গাজীপুরের প্রতিবন্ধী ও দুঃস্থ পরিবারের

প্রতিবন্ধী ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন প্রদান, শিক্ষা উপকরণ সহায়তা ও হুইলচেয়ার প্রদান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর গাজীপুর জেলার সহযোগী সংস্থা ন্যাশনাল ফেলোশিপ ফর দি এ্যাডভান্সমেন্ট অফ ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড (এনএফএভিএইচ)-কে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে।

সংস্থাটি উক্ত অনুদানে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের গাজীপুর সদর উপজেলার টঙ্গীর নোয়াগাঁও, আমতলী, কেরানীগাঁও, হিমারদিঘী, সৈলারগাতী, গাছা গ্রামে প্রতিবন্ধী ও দুঃস্থ ৩৮টি পরিবার হতে ৩৮ জনকে সুফলভোগী নির্বাচন করে। সুফলভোগী ২০টি পরিবারের ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল ব্যাগ, কাগজ, কলম, জ্যামিতি বক্স বিনামূল্যে প্রদান করে, ৩ জন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হুইলচেয়ার প্রদান করে এবং ১৫ জন মহিলাকে বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে ১৫টি সেলাই মেশিন প্রদান করে।



বিএনএফ হতে বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন পেয়ে সেলাইয়ের কাজ করছেন গাজীপুরের নুরুন্নাহার বেগম

হতদরিদ্র পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে তাদের সন্তান ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদের লেখা-পড়া করাতে পারেন না। এধরনের ২০টি পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা এ সকল উপকরণ পেয়ে লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হুইলচেয়ার না থাকায় তাঁরা চলাচল করতে পারতেন না এবং পরিবার তাঁদের বোঝা মনে করে অবহেলা করতেন। হুইলচেয়ার পেয়ে শারীরিক অক্ষম ব্যক্তির অপরের সহায়তা ছাড়া চলাচল করতে পারছেন এবং নিজে নিজেই দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে পারছেন।

গাজীপুর জেলার টঙ্গীর আমতলী এলাকার নুরুন্নাহার বেগম (৪০) স্বামী সন্তান নিয়ে বসবাস করেন। তাঁর স্বামী অল্প বেতনে একটি চাকরি করে কষ্ট করে সংসার চালাতেন। এক পর্যায়ে নুরুন্নাহার-এর স্বামী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লে পরীক্ষা করে দেখা যায় কিডনির সমস্যা, লিভারে সমস্যা, হার্ট ব্লক ছিল, এক চোখে দেখতে পারতেন না। এ সকল সমস্যার কারণে অধিকাংশ সময়ে অসুস্থ থাকায় চাকরি করা সম্ভব হয়নি। আর্থিক সমস্যার কারণে উপযুক্ত চিকিৎসা করাও সম্ভব হয়নি। কয়েক মাস পর তাঁর স্বামী মারা যান। নুরুন্নাহার-এর ২ ছেলে ও ১ মেয়ে। একটা ছেলে প্রতিবন্ধী ও এক চোখে দেখতে পায় না। আরেক ছেলে নবম শ্রেণিতে পড়ে। মেয়েটা এসএসসি পাশ করেছে। কিন্তু টাকার অভাবে পড়াতে পারছেন না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক কষ্টে চলে সংসার।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা এনএফএভিএইচ নুরুন্নাহার-কে বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে ১টি সেলাই মেশিন প্রদান করে। তিনি আমতলীতে একটি টিনের ছোট দোকান নিয়ে সেলাইয়ের কাজ করেন। তাঁর মেয়েও তাঁকে সাহায্য করে। চলারমতো প্রতিদিন জামাকাপড় তৈরির অর্ডার পেতে থাকেন। প্রতি সেট জামা বানাতে ২০০ টাকা মজুরি নিয়ে থাকেন। এছাড়া পোশাক ভেদে মজুরিও কম-বেশি নিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, আমি বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ এবং ১টি সেলাই মেশিন পেয়ে সম্মানের সাথে নিজের দোকানে বসে কাপড় সেলাই করি এবং আলহামদুলিল্লাহ পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো আছি। জীবনে অনেক কষ্ট করেছে। এখন নুরুন্নাহার বেগমের পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে এবং সবাইকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছেন। বিএনএফ-এর অনুদানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্য ও দুঃস্থ ১৫ জন মহিলা বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ এবং বাটারফ্লাই সেলাই মেশিন পেয়ে আয় করতে পারছেন এবং পরিবারে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

### রাজ্যমাটির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নে কোমর তাঁতের উপকরণ সহায়তা

রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলার পার্বত্যভূমির অধিক্যের কারণে আয়তনের তুলনায় কৃষি জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় সেখানকার বসবাসকারীদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার বেশি। অধিকাংশ পরিবার কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপরই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলাধীন রাজ্যমাটি পৌর এলাকা পাহাড় ও কাণ্ডাই হ্রদের পানিতে পরিবেষ্টিত। এ পৌর এলাকার একটি বড় অংশ প্রায় সারা বছর কাণ্ডাই হ্রদের পানিতে নিমজ্জিত থাকে। এরফলে কেবল শুকনো মৌসুমে নিমজ্জিত জমির সামান্য অংশ মাত্র চাষাবাদ করা সম্ভব হয়।

রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলার সহযোগী সংস্থা ‘পুগোবেল’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে রাজ্যমাটি পৌর এলাকার ৮নং ওয়ার্ডে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বেইনে কাপড় বুননে দক্ষ ও আর্থিকভাবে দুর্বল নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কোমর তাঁতের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিএনএফ পুগোবেল-কে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে।



বিএনএফ-এর অনুদানে কোমর তাঁতে কাপড় বুননের উপকরণ পেয়ে শাড়ি বুনছেন রাজ্যমাটি সদর উপজেলায় মায়াদেবী চাকমা।

উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পুগোবেল জরিপ করে ২৪ জন নারীকে সুফলভোগী হিসেবে নির্বাচন করে। সুফলভোগী নির্বাচন করে সংস্থাটি প্রত্যেক নারী তথা সুফলভোগীকে রেয়ন সুতা ১৬৫ ছুলি, পোজ্যান সুতা ২১ ছুলি, ব-সুতা ১ সেট, বড় সাইজ বিয়ং ১টি, ছোট সাইজ বিয়ং ১টি, তাগলক ২টি, ছুচসেক বাঁশ ৬টি, তাম্বু বাঁশ ২টি, বকাধি ৩২টি, তাচ্যাচাম ২টি, রদং ২টি এবং খুটি ৪টি প্রদান করে। যার মূল্য ১০ হাজার টাকা। সুফলভোগীরা উপকরণ পেয়ে নতুন উদ্যোগে কাজ করতে থাকেন।

২৪ জনের মধ্যে একজন উপকারভোগী রাজ্যমাটি সদর উপজেলার টেকনিক্যাল পাড়া গ্রামের রমনী মোহন চাকমা-এর মেয়ে মায়াদেবী চাকমা। তাঁদের ৩ জনের সংসার। এক মেয়ে নার্সিং বিষয়ে লেখা-পড়া করে। মায়াদেবী চাকমা গৃহিণী এবং স্বামী সেলাইয়ের কাজ করতেন। স্বামীর আয়ে চলতো তাঁদের সংসার। স্বামী সেলাইয়ের কাজ করে দিনে গড়ে ১৫০-২০০ টাকা আয় করতেন। এ আয়ে চলতো না তাঁদের সংসার। একারণে সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকতো।

পুগোবেল হতে মায়াদেবী চাকমা কোমর তাঁতে কাপড় বুনন উপকরণ পেয়ে কাজ করতে থাকেন। উপকরণসমূহ পেয়ে বেশি বেশি শাড়ি ও লুঙ্গি তৈরি করতে পারছেন। এতে তাঁদের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তিনি প্রতিমাসে গড়ে ১৫-২০ হাজার টাকা উপার্জন করতে পারছেন, যা আগে তার কল্লনাও করতে পারতেন না। নিজের ও স্বামীর আয়ে সংসারের খরচ করে মাসে ৫-৬ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পারছেন। পাশাপাশি স্বামীর সেলাইয়ের দোকানে ও নিজের তাঁতের ব্যবসায় বিনিয়োগ করায় উভয়ের ব্যবসার পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

### বিএনএফ হতে টিউবওয়েল পেয়ে নিরাপদ পানির অভাব মিটলো শরীয়তপুরের হতদরিদ্র পরিবারের

শরীয়তপুর সদর উপজেলার বাঘিয়া, দক্ষিণ আটং, বড় সোনামুখী এবং কাশিপুর গ্রামে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির অভাব প্রকট। এ গ্রামসমূহের অনেক পরিবার দূষিত পানির উৎসের ওপর নির্ভরশীল থাকায় অধিকাংশ মানুষ আর্সেনিকোসিস, ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতেন। ফলে এসকল পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় অনেক বেড়ে যেতো। তাছাড়া, দূরদূরান্ত হতে বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহ করতে হওয়ায় নারী ও শিশুরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তো এবং পানি সংগ্রহের জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হতো।



বিএনএফ-এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা সোডেপ কর্তৃক শরীয়তপুর সদর উপজেলার বাঘিয়া গ্রামে স্থাপিত গভীর নলকূপ

শরীয়তপুর সদর উপজেলার কয়েকটি গ্রামে বিশুদ্ধ পানির অভাব থাকায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর অনুদানে সহযোগী সংস্থা 'সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সোডেপ)'-এর মাধ্যমে গভীর

নলকূপ স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সোডেপ-কে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। সোডেপ সদর উপজেলার বাঘিয়া, দক্ষিণ আটং, বড় সোনামুখী এবং কাশিপুর গ্রামে ৪টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে। এক একটি নলকূপ স্থাপন করতে গড়ে ৫২,৮৯০/- টাকা ব্যয় হয়। প্রত্যেকটি নলকূপ এমন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে যাতে করে একটি নলকূপ হতে ১২-১৫টি পরিবার পানি নিতে পারে। ৪টি গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে ৪টি গ্রামের প্রায় ৫৫-৬০টি পরিবার নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারছে।

নলকূপ স্থাপনের পূর্বে দূরদূরান্ত হতে পানি আনার কারণে অনেক সময় ব্যয় হতো, মহিলাদের শারীরিক পরিশ্রমও বেশি হতো। এতে সংসারের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো। নলকূপ স্থাপন করায় আর্সেনিকোসিস ও ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত রোগ-বাল্যবৈজ্ঞানিক প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে এবং তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

## পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ফরম অডিট উপযোগীকরণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর পরিবীক্ষণ উপদেষ্টার মাধ্যমে কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করানো হয়ে থাকে। পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর প্রণীত পরিবীক্ষণ ফরমে উল্লেখিত নির্দেশনা/নিয়মানুযায়ী পরিবীক্ষণ করে থাকেন। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ফরম আপডেট করার আগে সহযোগী সংস্থাকে অডিট ফর্ম দিয়ে অডিট করানো বাধ্যতামূলক ছিল। যে সকল সহযোগী সংস্থা নিয়মিত ও বিশেষ অনুদানে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে সে সকল সহযোগী সংস্থার এবং

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দের মতামতেরভিত্তিতে অডিট ফর্ম দিয়ে অডিট করানোর বিধানটি শিথিল করা হয়। যেহেতু অডিট করানোর বিধানটি শিথিল করা হয় সেজন্য পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ফরমটিতে অডিট সম্পর্কিত তথ্যাবলি সংযুক্ত করে যুগোপযোগী করা হয়। তবে, কোন সংস্থা অডিট করাতে চাইলে তা নিজ উদ্যোগে করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, বিএনএফ-এর প্রণোদনা ঋণ বিতরণের সাথে জড়িত সহযোগী সংস্থাসমূহকে পূর্বের ন্যায় যথারীতি তাদের হিসাব অডিট করাতে হবে।

## হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল আপডেটকরণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ৪টি বিষয়ের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করে সহযোগী সংস্থাসমূহকে ৪টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণ উপযোগী করে আপডেট করা হয়ে থাকে। বিএনএফ-এর এ

৪টির মধ্যে 'হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' একটি। হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মডিউলটিতে ক্যাশবই, ব্যাংক বই, খতিয়ান/লেজার বই, বিল, ভাউচার, দু'ঘরা নগদান ইত্যাদি বিষয়াবলি সংযুক্ত করে যুগোপযোগী করা হয়।

## এপ্রিল-জুন ২০২৬ মাসে বিতরণকৃত অনুদান

### নিয়মিত অনুদান

|   | কার্যক্রমের নাম                     | সহযোগী<br>সংস্থার<br>সংখ্যা | উপকরণের<br>সংখ্যা | অনুদানের<br>পরিমাণ<br>(লক্ষ টাকা) | উপকারভোগীর সংখ্যা |       |        |       |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|
|   |                                     |                             |                   |                                   | প্রত্যক্ষ         |       | পরোক্ষ |       |
|   |                                     |                             |                   |                                   | পুরুষ             | মহিলা | পুরুষ  | মহিলা |
| ১ | ছাগল প্রদান                         | ১২                          | ৪৬২               | ৪৬.০০                             | ২০                | ২১১   | ৪৬৫    | ৫৬০   |
| ২ | গাভি প্রদান                         | ১১                          | ৭২                | ৪০.০০                             | ১৭                | ৫৫    | ১৮৪    | ১৮৪   |
| ৩ | ভেড়া প্রদান                        | ১                           | ৫০                | ৪.০০                              | ০                 | ২৫    | ২৫     | ৩০    |
| ৪ | সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ | ৫                           | ১০২               | ১৮.৫০                             | ০                 | ১০২   | ২০৪    | ২২৯   |
| ৫ | হস্ত ও তাঁত শিল্পের উন্নয়ন         | ৪                           | ৭৮                | ১৫.৫০                             | ১৪                | ৬৪    | ১৮৩    | ১৫৮   |
| ৬ | ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা            | ৩                           | ৩৫                | ৭.৫০                              | ২১                | ১৬    | ৮০     | ৯৯    |
| ৭ | প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন ও উন্নয়ন      | ১                           | ৯                 | ৩.৫০                              | ৩                 | ৬     | ২০     | ১৫    |
| ৮ | বাঁশ ও বেত শিল্পের উন্নয়ন          | ১                           | ১০                | ৪.০০                              | ০                 | ১০    | ২৯     | ২১    |
| ৯ | অন্যান্য                            | ১                           | ২২                | ২.৫০                              | ০                 | ১০    | ৫০     | ৩০    |
|   | মোট                                 | ৩৯                          | ৮৪০               | ১৪১.৫০                            | ৭৫                | ৫০০   | ১,২৪০  | ১,৩২৬ |

## বিশেষ অনুদান

|   | কার্যক্রমের নাম                        | সহযোগী<br>সংস্থার সংখ্যা | উপকরণের<br>সংখ্যা | অনুদানের<br>পরিমাণ<br>(লক্ষ টাকা) | উপকারভোগীর সংখ্যা |       |        |       |
|---|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|
|   |                                        |                          |                   |                                   | প্রত্যক্ষ         |       | পরোক্ষ |       |
|   |                                        |                          |                   |                                   | পুরুষ             | মহিলা | পুরুষ  | মহিলা |
| ১ | ছাগল প্রদান                            | ২৩                       | ৬৪২               | ৬৯.০০                             | ৮২                | ২৩৯   | ৩,৬২১  | ১,১৪৮ |
| ২ | গাভি প্রদান                            | ২৪                       | ১৪২               | ৭২.০০                             | ৩০                | ১১২   | ৩৭৪    | ৫২৮   |
| ৩ | স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ | ৩                        | ২৬                | ৯.০০                              | ৩                 | ৬৭    | ২৩২    | ২৬৮   |
| ৪ | পায়েচালিত ভ্যান প্রদান                | ১                        | ১০                | ৩.০০                              | ১০                | ০     | ৪০     | ২০    |
| ৫ | সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ    | ৫                        | ৭৬                | ১৫.০০                             | ০                 | ৭৬    | ১৩০    | ২৬০   |
| ৬ | মুরগি বিতরণ                            | ২                        | ৪৩২               | ৮.০০                              | ০                 | ২২    | ৪৪     | ৮৮    |
| ৭ | ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা               | ১                        | ২২                | ৩.০০                              | ১১                | ১১    | ৪৪     | ৪৪    |
| ৮ | অন্যান্য                               | ২                        | ১৮                | ৬.০০                              | ৬                 | ৩০    | ৭২     | ১২০   |
|   | মোট                                    | ৬১                       | ১,৩৬৮             | ১৮৫.০০                            | ১৪২               | ৫৫৭   | ৪,৫৫৭  | ২,৪৭৬ |

## প্রণোদনা ঋণ প্রদান

|    | বিএনএফ হতে ঋণ গ্রহীতা সহযোগী সংস্থা                                                          | ঋণের পরিমাণ (টাকা) | গ্রাহক সংখ্যা |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| ১  | নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা), শরীয়তপুর                                                      | ১.০০ কোটি          | ২২            |
| ২  | শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, রাজশাহী                                                          | ২.০০ কোটি          | ৫৯            |
| ৩  | পাবনা প্রতিশ্রুতি, পাবনা                                                                     | ৩.০০ কোটি          | ১৩৭           |
| ৪  | ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), ঠাকুরগাঁও                                     | ৫.০০ কোটি          | ১০৬           |
| ৫  | পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি, মেহেরপুর                                                      | ১.০০ কোটি          | ১৪৭           |
| ৬  | বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন, যশোর                                                                 | ২.০০ কোটি          | ১২৬           |
| ৭  | সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, রংপুর                                                             | ২.০০ কোটি          | ৮৫            |
| ৮  | ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা), চট্টগ্রাম                                            | ৩.৮০ কোটি          | ১৯৭           |
| ৯  | গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, ঢাকা                                                                   | ৩.৫০ কোটি          | ২৬৪           |
| ১০ | সোসিও-ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা), টাঙ্গাইল                                            | ২.০০ কোটি          | ২২৭           |
| ১১ | ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন, রাজবাড়ী                                                                  | ১.০০ কোটি          | ৮৩            |
| ১২ | পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও), ফরিদপুর                                           | ১.০০ কোটি          | ৪৫            |
| ১৩ | সুশীলন, সাতক্ষীরা                                                                            | ১.০০ কোটি          | ২০০           |
| ১৪ | বেসিক অর্গানাইজেশন নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট হিউমেনিটারিয়ান এইড্ ফর নেশন (বন্ধন), জয়পুরহাট | ১.০০ কোটি          | ৬০            |
| ১৫ | সমাধান, যশোর                                                                                 | ৩.০০ কোটি          | ১৫৭           |
| ১৬ | কেপিইউএস (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা), কুষ্টিয়া                                         | ১.০০ কোটি          | ৮৮            |
| ১৭ | রোভা ফাউন্ডেশন, মাগুরা                                                                       | ১.০০ কোটি          | ৩০            |
| ১৮ | হোপ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া                                                                        | ৩০.০০ লক্ষ         | ১২            |
|    | মোট                                                                                          | ৩৪.৬০ কোটি         | ২,০৪৫         |

## অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা



অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন  
বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে অনুদান পাওয়ার যোগ্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ সভায় প্রতিনিধিবৃন্দকে কাজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-কে আরও কীভাবে গতিশীল ও পরিচিত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন  
বিএনএফ-এর চেয়ারম্যান।

এপ্রিল-জুন ২০২৬ মাসে ৩টি সভার মাধ্যমে ১০০টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে বিশেষ কর্মসূচিসহ ৩ কোটি ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এরমধ্যে ৩৯টি সংস্থার মধ্যে ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়মিত অনুদান এবং ৬১ টি সংস্থার মধ্যে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

## সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

এপ্রিল-জুন ২০২৬ মাসে নিয়মিত অনুদানে ৯৮টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ৭৩টি সহযোগী সংস্থার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং ২৫টি সংস্থার পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে, তবে এখনো প্রতিবেদন পাওয়া

যায়নি। বিশেষ অনুদানের ১৪টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ১২টি সহযোগী সংস্থার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং ২টি সংস্থার পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে, তবে এখনো প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

## তথ্য কণিকা

- \* বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান
- \* বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়।
- \* কর্মসূচি বাস্তবায়ন : সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে
- \* কর্ম এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- \* সহযোগী সংখ্যা : ১,১৯৮টি
- \* নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অনুদান : ২২৩.০৯ কোটি টাকা
- \* নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে মোট উপকারভোগী : ১ কোটি ১ লক্ষ ২৭ হাজার (মহিলা ৬৩ লক্ষ এবং পুরুষ ৩৮.২৭ লক্ষ)
- \* পল্লী এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ যাবৎ সিএমএসএমই খাতে ২৮টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ১২২.৩০ কোটি টাকা প্রণোদনার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- \* সাধারণ পরিষদের সদস্য : ৩৪
- \* পরিচালনা পরিষদের সদস্য : ১১
- \* অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা : ২০টি
- \* পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা : ২৬ জন

### বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

এফ-২০-ডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ০২২২৩৩১৫৩২৭-৯, ০২২২৩৩১৫৩৩১

Web : [www.bnf.gov.bd](http://www.bnf.gov.bd)

E-mail : [info@bnf.gov.bd](mailto:info@bnf.gov.bd)

[www.facebook.com/bangladeshngofoundation](https://www.facebook.com/bangladeshngofoundation)